স্কুল অ্যাকোলেড় 'স
৫ ম শ্রেণি
বিষয় : বাংলা
২য় সাময়িক পরীক্ষার ওয়ার্কশীট
৫ম সপ্তাহ (৩০ জুন থেকে ৫ জুলাই ২০২১)

" মাটির নিচে যে শহর "

প্রশ্ন উত্তর :

ক, প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন বলতে কী বোঝ ? বাংলাদেশের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলি সম্পর্কে যা জান লেখ ।

উত্তর ; 'প্রত্ন' শব্দের অর্থ হলো পুরানো বা প্রাচীন । ' প্রত্নতত্ব ' বলতে মূলত পুরানো স্থাপত্য ও শিল্পকর্ম, মুর্ত্তি বা ভাস্কর্য , অলংকার, প্রাচীন আমলের মুদ্রা পুরনো মূল্যবান আসবাবপত্র ইত্যাদি বোঝায় । আর এসব প্রত্নবস্তু যেখানে পাওয়া গেছে সেই স্থানকে বলা হয় প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন।

বাংলাদেশে অনেক প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন রয়েছে । কুমিল্লার ময়মনামতি, বগুড়ার মহাস্থানগড় , নওগাঁর পাহাড়পুর, নরসিংদীর উয়ারী-বটেশ্বর প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য ।

ময়নামতি : কুমিল্লায় অবস্থিত একটি ঐতিহাসিক স্থান । বর্তমানে ময়মনামতি অঞ্চলে যে ধ্বংসস্তূপ দেখা যায় তা প্রকৃতপক্ষে একটি নগরী ও বৌদ্ধবিহারের অবশিষ্টাংশ। ময়নামতি প্রত্নস্থলের কিছু উল্লেখযোগ্য স্থাপনা হলো কোটিলা মুড়া , ইটাখোলা মুড়া, রূপবান মুড়া, শালবন বিহার ।

মহাস্থানগড় : পুর্বে এর নাম ছিল পুন্ড্রবর্ধন বা পুন্ড্রনগর । এক সময় মহাস্থানগড় বাংলার রাজধানী ছিল । এখানে মৌর্য, গুপ্ত, পাল ও সেন সাম্রাজ্যের প্রচুর নিদর্শন পাওয়া গেছে ।

পাহাড়পুর : এটি সোমপুর বিহার নামেও পরিচিত । বর্তমানে ধ্বংসপ্রাপ্ত একটি প্রাচীন বৌদ্ধবিহার । পালবংশের দ্বিতীয় রাজা শ্রী ধর্মপালদেব এই বিহার তৈরি করেছিলেন । পাহাড়পুরকে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বৌদ্ধবিহার বলা যেতে পারে।

উয়ারী -বটেশ্বর : নরসিংদী জেলার বেলাবো উপজেলায় অবস্থিত একটি প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান । এটি মাটির নিচে অবস্থিত একটি দুর্গনগরী । বিশেষজ্ঞদের ধারণা, মাটির নিচে থাকা এই স্থানটি প্রায় আড়াই হাজার বছরের পুরনো ।

খ. উয়ারী-বটেশ্বরের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন কীভাবে মানুষের নজরে এলো ?

উত্তর : স্থানীয় স্কুলশিক্ষক মোহাম্মদ হানিফ পাঠান এবং তাঁর ছেলে হাবিবুল্লাহ পাঠানের মাধ্যমে উয়ারী-বটেশ্বর প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন মানুষের নজরে আসে। ১৯৩৩ সালে শ্রমিকরা মাটি খনন করার সময় পারে পাত্রে জমানো কিছু মুদ্রা পায় । হানিফ পাঠান সেখান থেকে ২০-৩০টি মুদ্রা সংগ্রহ করেন এবং এ বিষয়ে তাঁর ছেলে হাবিবুল্লাহ পাঠানকে সচেতন করে তোলেন । হাবিবুল্লাহ পাঠান পরবর্তীতে এখান থেকে দুটি লোহার পিণ্ড এবং আরও একটি মুদ্রাভান্ডার পান । ১৯৭৪-৭৫ সালের পর তিনি এখান থেকে প্রচুর প্রাচীন নিদর্শন সংগ্রহ করেন এবং সেগুলো জাদুঘরে জমা দেন। এভাবে উয়ারী-বটেশ্বর প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন সম্পর্কে মানুষ জানতে পারল এবং এ স্থানটি মানুষের নজরে এলো ।

গ. উয়ারী-বটেশ্বর এলাকাটি বাংলাদেশের কোন অঞ্চলে অবস্থিত ? এই এলাকাটির প্রত্নতাত্ত্বিক অঞ্চলে পরিণত হওয়ার পিছনে কী কারণ তা লেখ ।

উত্তর : উয়ারী-বটেশ্বর এলাকাটি বাংলাদেশের নরসিংদীতে অবস্থিত। এটি ঢাকা থেকে ৭০ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে নরসিংদীর বেলাবো ও শিবপুর উপজেলায় অবস্থিত । এই এলাকাটির বিস্তীর্ণ অঞ্চলজুড়ে একসময় সুসভ্য মানুষের বসবাস ছিল। ছিল নগর-সভ্যতা। কিন্তু ভূপ্রকৃতির বড় রকমের পরিবর্তনের কারণে এই এলাকাটি মাটিচাপা পড়ে যায় । এর ফলে এটি প্রত্নতাত্ত্বিক অঞ্চলে পরিণত হয় ।

ঘ, ব্রহ্মপুত্র নদ আগে কোথা দিয়ে প্রবাহিত হতো আর এখন কোথায় ?

উত্তর : ১৭৭০ সাল পর্যন্ত পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদ ময়মনসিংহ পেরিয়ে নরসিংদী জেলার বেলাবোর দক্ষিণ দিক থেকে প্রাচীন সোনারগাঁ নগরের পাশ দিয়ে প্রবাহিত ছিল। বর্তমানে পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদ নরসিংদী দিয়ে প্রবাহিত হয়।

ঙ. কোন কোন নিদর্শন থেকে উয়ারী-বটেশ্বরের সময়কাল জানা যায়?

উত্তর : ২০০০ সালে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ব বিভাগের অধ্যাপক সুফি মোস্তাফিজুর রহমানের নেতৃত্বে উয়ারী-বটেশ্বরে খনন কাজ শুরু হয়। খনন করে পাওয়া যায় আড়াই হাজার বছরের প্রাচীন দুর্গ-নগর। আরও পাওয়া যায় ইটের স্থাপত্য, বন্দর, রাস্তা, গলি, পোড়ামাটির ফলক, মূল্যবান পাথর, পাথরের বাটখারা, কাচের পুঁতি, মুদ্রাভাণ্ডার। মুদ্রাগুলো ভারতীয় উপমহাদেশে প্রাপ্ত প্রত্ননিদর্শনগুলোর মধ্যে প্রাচীনতম । এ থেকে বিশেষজ্ঞদের ধারণা, মাটির নিচে থাকা এ স্থানটি প্রায় আড়াই হাজার বছরের পুরনো ।

" ভাবুক ছেলেটি "

প্রশ্ন উত্তর :

ক. ভাবুক ছেলেটি আসলে কে ছিলেন ?

উত্তর : ভাবুক ছেলেটি আসলে ছিলেন বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসু।

খ. তিনি ছোটবেলায় কী কী নিয়ে ভাবতেন ?

উত্তর : জগদীশচন্দ্র বসু ছোটবেলায় তাঁর চারপাশের প্রকৃতিকে অবাক বিস্ময় নিয়ে পর্যবেক্ষণ করতেন। আকাশে মেঘ ডাকে। বিদ্যুৎ চমকায়। বাজ পড়ে। তিনি অবাক বিস্ময়ে ভাবেন কেন এমন হয়! ঝড়ে গাছপালা ভেঙে গেলে তিনি ভাবেন, গাছ ভেঙে গেলে, ওদেরকে কাটলে ওরা ব্যথা পায় কিনা।

গ. তিনি কবে, কোথা থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন?

উত্তর : তিনি ১৮৭৪ সালে কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুল থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন।

ঘ. কখন থেকে তিনি 'বিজ্ঞানী জগদীশন্দ্র বসু' হয়ে ওঠেন?

উত্তর : ১৮৮৫ সালে জগদীশচন্দ্র বসু দেশে ফিরে এসে কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক পদে যোগ দেন।তখন দেশ ছিল পরাধীন । এ সময় একই পদের জন্য একজন ইংরেজ অধ্যাপক যে বেতন পেতেন, ভারতীয় পেতেন তার তিন ভাগের দুই ভাগ । তিনি অস্থায়ীভাবে চাকরি করছিলেন বলে তাঁর বেতন আরও এক ভাগ কেটে নেওয়া হয়। এর প্রতিবাদে তিনি দীর্ঘ তিন বছর কোনো বেতন না নিয়ে কর্তব্য পালন করতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত ইংরেজ সরকার তাঁকে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়। সব বকেয়া পরিশোধ করে চাকরিতে স্থায়ী করে। জন্য একজন ।তখন থেকেই তিনি বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসু হয়ে ওঠেন।

ঙ. কোন সত্য প্রমাণ করে তিনি বেশি পরিচিতি লাভ করেন।

উত্তর : গাছেরও প্রাণ আছে- এই সত্য প্রমাণ করে তিনি বেশি পরিচিতি লাভ করেন।

চ. তাঁর বক্তৃতার সফলতা সবচেয়ে বেশি ছিল কোন বিষয়ে?

উত্তর : বিদ্যুৎ রশ্মির সমাবর্তন বিষয়ে তাঁর বক্তৃতার সফলতা ছিল সবচেয়ে বেশি।

ছ. বিজ্ঞান শিক্ষা ও চর্চার ক্ষেত্রে তাঁর সফলতাকে কোন নামকরা বৈজ্ঞানিকদের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে?

উত্তর : বিজ্ঞান শিক্ষা ও চর্চার ক্ষেত্রে তাঁর সফলতাকে বিজ্ঞানী গ্যালিলিও ও নিউটনের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

জ. পলাতক তুফান নামে লেখাটির আগে কী নাম ছিল? তাঁর কোন বইয়ে এটি ছাপা হয়?

উত্তর : 'পলাতক তুফান নামে লেখাটির আগে নাম ছিল "নিরুদ্দেশের কাহিনি। এটি পরে তাঁর 'অব্যক্ত' বইয়ে ছাপা হয়।

ঝ. অধ্যাপনা থেকে অবসর গ্রহণের পর তিনি কী প্রতিষ্ঠা করেন?

উত্তর : অধ্যাপনা থেকে অবসর গ্রহণের পর তিনি 'জগদীশচন্দ্র বিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন।

ঞ. 'তাঁর প্রতিটি আবিষ্কার বিজ্ঞানজগতে এক একটি বিজয়স্তম্ভ ।'এমন কথা কোন বিখ্যাত ব্যক্তি বলেছিলেন?কেন বলেছিলেন ?

উত্তর : 'তাঁর প্রতিটি আবিষ্কার বিজ্ঞানজগতে এক একটি বিজয়স্তম্ভ। এমন কথা বলেছিলেন বিখ্যাত বিজ্ঞানী আইনস্টাইন।

জগদীশচন্দ্র বসুই প্রথম আবিষ্কার করেন, গাছের প্রাণ আছে। তিনি অতিক্ষুদ্র তরঙ্গসৃষ্টি আবিষ্কার করেন। কোনো তার ছাড়া তরঙ্গ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে প্রেরণে সফলতা অর্জন করেন। তাঁর প্রতিটি আবিষ্কার বিজ্ঞানজগতে এক-একটি নতুন দিগন্ত উন্মাচিত করে, বিজয়ের সূচনা করে। এ কারণে বিজ্ঞানী আইনস্টাইন এ কথা বলেছিলেন।

রচনা :